ইত্তেফাক

তারিখ ৭/৩/৭৮
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

সাড়ে ৩ শত বৎসরে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশে বিগত সোয়া তিনশত বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৮ গুণেরও অধিক।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি, সেখানে ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮কোটি ৩০ লক্ষে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ৪ কোটি।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই ধারাটি প্রণিধানযোগ্য—প্রথম পর্যায়ের ১ কোটি জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইতে অর্থাৎ ২ কোটিতে পরিণত হইতে সময় লাগিয়াছিল ২ শত ১০ বৎসর। তারপর মাত্র ৮০ বছরে পূর্বোক্ত সংখ্যা আবার দ্বিগুণ হইয়াছে অর্থাৎ ২ কোটি বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটিতে। এবং এই শেষোক্ত ৪ কোটি দ্বিগুণ হইয়া ৮ কোটি ৩০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৩৭ বৎসরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকিলে ২০০০ (দুই হাজার) খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটিরও অধিক হইবে। অর্থাৎ ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ইহার পরবর্তী মাত্র সাড়ে ৩ শত বৎসরে এই দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ১৬ গুণেরও অধিক। উল্লেখ্য, জনসংখ্যার দিক হইতে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ, কিন্তু আয়তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হইল পৃথিবীর তিন হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগের সমান।

গতকাল (সোমবার) সচিবালয়ের ক্যাবিনেটকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডাঃ এ, কিউ, এম· বদরুদ্দোজা চৌধুরী এ তথ্য জানান।